তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে পরিচালক হিসেবে নিয়োগে পেলেন ক্যাপ্টেন (অব.) গণী

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্বকে গুরুত্ব দিয়ে তিনজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হছে। এ টিমে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামের সাবেক সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজম রয়েছেন।

নতুন এই নিয়োগের মাধ্যমে তার নিরাপত্তা, প্রটোকল ও সমন্বয় কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ‘সংশিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (নিরাপত্তা) হিসেবে মেজর (অব.) মোহাম্মদ শাফাওয়াত উল্লাহ, পরিচালক (প্রটোকল) হিসেবে মেজর (অব.) মইনুল হোসেন এবং পরিচালক (সমন্বয়) হিসেবে ক্যাপ্টেন (অব.) মো. গণী উল আজমকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর তারেক রহমানের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গা এপিএল ক্রিকেট

টুর্নামেন্টে থানা পুলিশ টিমের জয়

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিটীম মাঠে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এবং এপিএল আলমডাঙ্গা ফ্রাঞ্চাইজি মুখোমুখি হয়। প্রথমে ব্যাট করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ৫ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এপিএল আলমডাঙ্গা ৯ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান করতে সক্ষম হয়।

খেলায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বিজয়ী হিসেবে উঠে আসে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “শরীর ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। এই খেলার মাধ্যমে আমরা আলমডাঙ্গাবাসীকে দেখাতে চাই, যদি আমাদের যুবকদের খেলাধুলার দিকে নিয়ে আসা যায়, তারা সুস্থ দেহ ও মন পাবে এবং মাদক থেকে দূরে থাকবে।”

তিনি আরও জানান, “দীর্ঘদিন ধরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে চলেছে। সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মতো আয়োজন করা হয়। সামনে পূজা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে অফিসার ফোর্সের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এ ধরনের বিবিধ আয়োজন চলমান থাকবে।” এ দিনের খেলা শুধু ক্রিকেটের মজা দেয়নি, পাশাপাশি পুলিশের সামাজিক ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং যুবকদের খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও নৈতিক জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।